করোনাভাইরাস এর কারণে স্টার্ট আপ ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল খাতের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

কভিড ১৯ সঙ্কটে সারা পৃথিবীতে প্রকম্পিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যন অনুযায়ী আজ ২রা এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ২০৬ টি দেশ ৯৩২, ১৬৬ জন আক্রান্ত এবং ৪৬,৭৬৪ জন মৃত্যু বরণ করেছে। বাংলাদেশে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত ৬১ জন আক্রান্ত ও ৬ জন মৃত্যু বরণ করেছে। সারা বিশ্বে এটি একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এই আতঙ্কের ফলে ব্যবসায়িক দুর্যোগও দেখা দিয়েছে বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই ভাইরাসের সংক্রমণের হার দেখে অনুমান করা যায়, বাংলাদেশেও এর বিস্তার বেশ বড় হতে পারে। এই ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন ।

কোভিড ১৯ এর প্রভাবে দেশের অনেক স্টার্ট আপ ব্যবসায় সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন। স্থানীয় বাজারে বিক্রয় বা সেবা গ্রহণ বন্ধ। এতে প্রায় ৩০০ স্টার্ট আপের প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ক্ষতির আশংকা করা হচ্ছে। আমাদের স্টার্ট আপে নিয়োজিত প্রায় ৬০০০ কর্মীর চাকুরী হুমকির সম্মুখীন। প্রায় ৫ লাখ সেবা প্রদানকারী তাদের সেবা প্রদান করতে পারছে না। অনেক স্টার্ট আপের রপ্তানি আয় আছে যা অন্তত পক্ষে ৮০% কমবে।

গত ২৫শে মার্চ ২০২০ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রাইভেট ইক্যুটি এসোসিয়েশন (ভার্চুয়াল) জরুরী সভায় যে বিষয়গুলো সরকারের কাছে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত হয় তা হলো ভিসিপিয়াব এর সদস্য ও পোর্টফলিও কোম্পানীগুলোর জন্য:

(১) আগামী ৬ মাসের (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর) জন্য কর্মচারীদের বেতনের একটা অংশ সরকারী অনুদান হিসাবে দেওয়া।

(২) আগামী ৬ মাসের (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর) জন্য অফিস ভাড়া সরকারী অনুদান হিসাবে দেওয়া।

(৩) সরকার যেহেতু এধরণের দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য অনলাইন ক্লাসরুম, ডিজিটাল শিক্ষাবিষয়ক বিষয়বস্তু, অনলাইন স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও কন্টেন্ট, বিনোদনমূলক কন্টেন্ট ইত্যাদি তৈরীর কথা ভাবছেন, এই কাজগুলো স্টার্ট আপদের মাধ্যমে করা।

(৪) সরকারী কাজে স্টার্ট আপ কোম্পানীদের অগ্রাধিকার দেয়া।

(৫) ভিসিপিয়াব এর সদস্য ও পোর্টফলিও কোম্পানীগুলোর জন্য নূন্যতম সুদে (২%) জামানতবিহীন লোন প্রদান করা, যাতে কোম্পানীগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের উপর চাপ না পড়ে।

(৬) সরকারের স্টার্ট আপের জন্য রক্ষিত তহবিল থেকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কম্পানী গুলোর ফান্ডে তহবিল (ফান্ড অফ ফান্ড হিসাবে) প্রদান।

উপরের (৩) ও (৪) নম্বর দাবীগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে, স্থানীয় বাজার সম্প্রসারিত হবে, এবং ফলে আমাদের সদস্য কোম্পানীগুলোর রেভেনিউ ও ক্যাশ-ফ্লো অবারিত থাকবে এবং কোন রকম নেগেটিভ প্রভাব পড়বে না।

এছাড়াও, ইন্টারনেট ব্যাণ্ডউইড্থ নিখরচায় বাড়ানোর লক্ষ্যে ট্রান্সমিশন ব্যয়ের উপর ৫০% সরকারী রেয়াত চাওয়া হয়েছে, যাতে ভোক্তা পর্যায়ে ইন্টারনেটের গতি প্রায় দ্বিগুণ করা যায়।

ধন্যবাদান্তে,

শামীম আহসান
সভাপতি, ভিসিপিয়াব